



22 March 2024

National & International News

<p>অধ্যয়নে দেখা গেছে অনেক ভারতীয় রাজ্য থেকেই বসন্ত ঋতু 'অদৃশ্য' হয়ে গেছে</p> <p>আবহাওয়া বিষয়ক কারণ:</p> <ul style="list-style-type: none">আবহাওয়াবিদরা দক্ষিণ ভারতে উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং শীতকালে উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হ্রাসের জন্য পশ্চিমী ঝঞ্জা এবং জেট স্ট্রিম প্যাটার্নের পরিবর্তনকে দায়ী করেন। <p>নিহিতার্থ:</p> <ul style="list-style-type: none">উত্তর ভারতে মার্চ মাসে শীতের মতো শীতল তাপমাত্রা থেকে উষ্ণ পরিস্থিতিতে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।রাজস্থানে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধির হারে সবচেয়ে বেশি (2.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি)।দিল্লি এবং উত্তর প্রদেশসহ নয়টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি তাপমাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখিয়েছে। এর ফলে বসন্তকালের মতো আবহাওয়া অবস্থার অদৃশ্য হয়ে গেছে।	<p>প্রসঙ্গ:</p> <ul style="list-style-type: none">জলবায়ু প্রবণতা সংস্থা (ক্লাইমেট ট্রেন্ডস এজেন্সি) 1970 সাল থেকে বর্তমান সময় অর্থাৎ 33টি ভারতীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আবহাওয়া সংক্রান্ত রেকর্ড বিশ্লেষণ করেছে। <p>মূল পর্যবেক্ষণ:</p> <p>উষ্ণায়ন প্রবণতা:</p> <ul style="list-style-type: none">সমস্ত অঞ্চলে শীতকালে মোট উষ্ণতা অনুভূত হয়েছে।মণিপুরে 1970 সালের পর তাপমাত্রার পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি হয়েছে (2.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস), যেখানে দিল্লিতে সবচেয়ে কম (0.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস) হয়েছে।বিশ্লেষণ করা 34টি অঞ্চলের মধ্যে 12টির ক্ষেত্রে শীতকাল সবচেয়ে দ্রুত উষ্ণতা বৃদ্ধির ঋতু। <p>আঞ্চলিক বৈচিত্র্য:</p> <ul style="list-style-type: none">দক্ষিণাঞ্চলে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে শক্তিশালী উষ্ণায়নের ঘটনা দেখা গিয়েছিল।ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে উত্তরাঞ্চলে উষ্ণতা কম ছিল এবং এমনিতে শীতলতাও ছিল।ফেব্রুয়ারিতে সমস্ত অঞ্চল উষ্ণ হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বোচ্চ উষ্ণতা (3.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং তেলেঙ্গানা সর্বনিম্ন (0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস) উষ্ণতা ছিল। <p>জেট স্ট্রিম সম্পর্কে:</p> <ul style="list-style-type: none">সংজ্ঞা: ওয়েস্টার্ন ডিস্টার্বেন্স বা পশ্চিমী ঝঞ্জা বলতে একটি এক্সট্রোট্রপিকাল স্টর্ম সিস্টেমকে বোঝায় যা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে পূর্ব দিকে ও ভারতীয় উপমহাদেশে চলে যায়।আবহাওয়ার উপর প্রভাব: শীতের মাসগুলিতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে এই পশ্চিমী ঝঞ্জা প্রাথমিকভাবে বৃষ্টি বা তুষারপাতের আকারে বৃষ্টিপাত ঘটায়।শীতকালীন বৃষ্টিপাত: ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো অঞ্চলে শীতকালীন বৃষ্টিপাত আনার জন্য পশ্চিমী ঝঞ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: এটি প্রায়শই তাপমাত্রার হ্রাস ঘটায়, শীতের শুষ্কতা থেকে মুক্তি দেয় এবং মাটির আর্দ্রতা পুনরায় পূরণ করে কৃষিকাজে অবদান রাখে।জেট স্ট্রিম সংযোগ: পশ্চিমী ঝঞ্জা মেরু বা পোলার জেট প্রবাহের পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফলে, এটি গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে তাদের তীব্রতা এবং গতিপথকে প্রভাবিত করে।
<p>জিও-হেরিটেজ সাইট হিসেবে রামগড় ফ্রেটার</p>	<p>প্রসঙ্গ:</p> <p>রাজস্থানের বারান জেলায় অবস্থিত রামগড় ফ্রেটারকে রাজস্থান সরকার একটি ভূ-ঐতিহ্য সাইট (জিও-হেরিটেজ সাইট) হিসাবে মনোনীত করেছে।</p>



বাংলা



গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- আনুমানিক **165** মিলিয়ন বছর আগে একটি উল্কার প্রভাবের কারণে এটি গঠিত হয়। এটি একটি **3-কিলোমিটার** ব্যাসের গর্ত যা এই অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।
- এটি রামগড় সংরক্ষণ রিজার্ভ হিসাবে স্বীকৃত এবং এর অনন্য পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য এটি বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, **1972** এর অধীনে সুরক্ষিত।
- এই গর্তের মধ্যে পুষ্কর তালাব কমপ্লেক্সের উপস্থিতি জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) নিয়ম, **2017** এর অধীনে জলাভূমি হিসাবে স্বীকৃত।

জিও-হেরিটেজ সাইট/ ন্যাশনাল জিওলজিক্যাল মনুমেন্ট:

- বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে জিওহেরিটেজ সাইটগুলির উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক বা নান্দনিক মূল্য রয়েছে।
- এগুলি প্রায়ই অনন্য শিলা গঠন, জীবাশ্ম, বা ল্যান্ডস্কেপ প্রদর্শন করে যা শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক তাত্পর্য বা চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (GSI) এবং রাজ্য সরকারগুলি এইধরনের সাইটগুলিকে জিও-হেরিটেজ সাইট/জাতীয় ভূতাত্ত্বিক স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে ঘোষণা করে সুরক্ষিত করে।
- **GSI 1851** সালে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি খনি মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে, যার সদর দফতর কলকাতায় অবস্থিত। এটি জাতীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য তৈরি এবং খনিজ সম্পদ মূল্যায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

লিয়ানা (Lianas)



প্রসঙ্গ:

- লিয়ানা হল গুল্মজাতীয় দ্রাক্ষালতা যা গাছে আরোহণ করে ও সুর্যালোকের সাহায্যে ক্যানোপি তৈরির জন্য প্রতিযোগিতা করে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে।
- গাছের তুলনায় তাদের কার্বন বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা কম, যা কার্বন সঞ্চয়ের জন্য সমস্যা বাড়ায়।
- লিয়ানাগুলি কার্বন সিঙ্ক এবং কার্বন চক্রকে ব্যাহত করে বনাঞ্চলের কার্যকারিতা হ্রাস করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

সমস্যা:

- লিয়ানা বিচ্ছিন্ন বনাঞ্চলে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় বেড়ে ওঠে, প্রায়শই রোদ এবং অন্যান্য উপাদানের জন্য গাছের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।
- জলবায়ুগত চাপের প্রতি তাদের স্থিতিস্থাপকতা তাদের একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেয়, বিশেষ করে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে আরও প্রতিকূল অবস্থায় এলাকায়।
- বর্ধিত লিয়ানাগুলি গাছের বৃদ্ধির ক্ষতি করতে পারে, গাছের রিজেনারেশন বা পুনরবৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে এবং পুষ্টি চক্রকে ব্যাহত করতে পারে, যা বনভূমিকে ভবিষ্যত বিপদের জন্য কম স্থিতিস্থাপক করে তোলে।

অর্থনীতিতে হাইড্রোজেন এবং জ্বালানী কোষের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব (IPHE)

প্রসঙ্গ:

হাইড্রোজেন অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভারত **41তম**



বাংলা

ADDA247

Daily Current Affairs Encyclopedia



International Partnership
for Hydrogen and Fuel Cells
in the Economy

IPHE বৈঠকের আয়োজন করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- 2003 সালে প্রতিষ্ঠিত, IPHE হল একটি আন্তঃ-সরকারি জোট যা 23টি সদস্য দেশ এবং ইউরোপীয় কমিশনের সমন্বয়ে গঠিত।
- এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হাইড্রোজেন এবং ফুয়েল (স্বালানী) সেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিষ্কার, দক্ষ শক্তি এবং গতিশীলতা সিস্টেমে রূপান্তরকে সহজতর করা এবং ত্বরান্বিত করা।
- IPHE হাইড্রোজেন এবং স্বালানী কোষ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রদর্শন, বাণিজ্যিক ব্যবহার কার্যক্রম সংগঠিত এবং কার্যকর করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।
- এছাড়াও, IPHE বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমন নীতিনির্ধারক এবং জনসাধারণকে ব্যাপক বাণিজ্যিক হাইড্রোজেন এবং স্বালানী সেল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে অবহিত করে।
- সদস্য: অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয় কমিশন, ভারত, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, চিলি, ফ্রান্স, ইতালি, নরওয়ে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বেলজিয়াম, চীন, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, আইসল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

Copyright © by Adda247

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.